Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 06-09-2026 22:04 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১৯ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। রবিবার ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৭৫ সংখ্যা ।। ৮পাতা

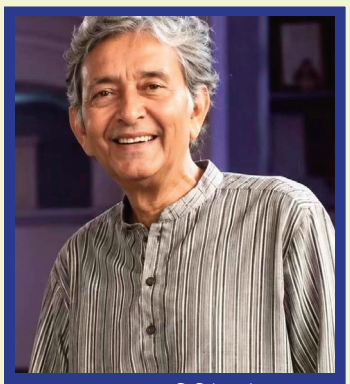

না ফেরার দেশে বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা পঙ্কজ মুন্সী

মাওবাদের মতোই এবার নেশামুক্ত হবে ভারত ঃ অমিত শাহ

ধর্মের নামে সুড়সুড়ি! মমতাপন্থী তৃণমূলনেতাকে গো-ব্যাক স্লোগান, পার্টি অফিস ভাঙচুর

নিজেদের বুথে আপনি সিপিআইএম, এটা মানুষ জানে তো? পোস্ট মোস্তাফিজুর রানার

সিকিমে ধস,ঘোলাটে জলে তৈরি কৃত্রিম লেক! নেপাল-আতঙ্ক তাড়া করছে পর্যটক থেকে পাহাড়বাসীকে

স্থগিতাদেশেও কাটল না জট

দমকলের নোটিশ ক্যামাক স্ট্রিটের পার্টি অফিসে

নয়া জামানা ঃ ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস খালি করার নোটিসে কলকাতার সিটি সিভিল কোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেও, দমকলের নতুন নোটিসে ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে পার্টি অফিসের ব্যবহার। আইনজীবীদের মতে, আপাতত ওই জায়গা ব্যবহার করা যাবে না।তৃণমূলের আইনজীবী আর্ক কুমার নাগ জানান, গত ২৫ আগস্ট বাড়ির মালিক ক্যামাক স্ট্রিটের সপ্তম ও অষ্টম তলার পার্টি অফিস ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খালি করার নোটিস দেন, যার বিরুদ্ধে শনিবার স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। তবে আইনজীবীদের মতে, এতেও আইনি জট পুরোপুরি কাটেনি। দমকলের বক্তব্য, পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জায়গাটি বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে এবং নতুন শংসাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত তা ব্যবহার করা যাবে না।সম্পত্তির মালিক রামা দেবী গোয়েঙ্কার উচ্ছেদ নোটিসের বিরুদ্ধে সুরক্ষা চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস, যার প্রেক্ষিতে বিচারক সুধীর কুমার সম্পত্তিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। মালিকপক্ষের যুক্তি ছিল, লিজ চুক্তি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেস-এর সঙ্গে, তাই মামলা করার অধিকার এআইটিসি-র নেই। প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করে এবং মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি ১ অক্টোবরের মধ্যে লিখিত বক্তব্য দাখিলেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গেরুয়ার মর্যাদা রক্ষায় সম্মান যাত্রা

নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ গেরুয়া রঙের মর্যাদা রক্ষা ও তার তাৎপর্য নতুন করে জনসমক্ষে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। সাম্প্রতিক সময়ে গেরুয়াকে কেন্দ্র করে একাধিক অসম্মানজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সচেতনতামূলক উদ্যোগ শুরু হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই কর্মসূচির নেতৃত্বে থাকছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।রবিবার প্রকাশিত একটি বার্তা অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার বিকেল ৩টে থেকে কলকাতায় শুরু হতে চলেছে গেরুয়া সম্মান যাত্রা। মিছিলটি শুরু হবে গোলপার্ক থেকে এবং শেষ হবে যাদবপুরে। রাজ্যবাসীকে এই মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, গেরুয়া নিছক একটি রং নয়-এটি ত্যাগ, আত্মনিবেদন ও সনাতন ঐতিহ্যের প্রতীক। এই মাহাত্ম্যকে সম্মান জানাতেই মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং মিছিলে অংশ নিচ্ছেন। এর আগেও তিনি একাধিকবার স্পষ্ট করেছেন, গেরুয়া রংকে কেন্দ্র করে কোনও অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমে ব্যবহৃত গেরুয়া তাণ্ডব শব্দবন্ধ নিয়েও তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন তিনি, একে গেরুয়ার মর্যাদাহানিকর বলে মনে করেন।পর্যবেক্ষকদের মতে, মিছিলের গন্তব্য যাদবপুর নির্বাচনের পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট বার্তা-সাম্প্রতিক অশান্তির প্রেক্ষাপটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই শনিবার ক্যাম্পাসের দেওয়াল থেকে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের স্লোগান মুছে গেরুয়াপন্থী পড়ুয়ারা রাষ্ট্রবাদী স্লোগান লিখেছেন বলে জানা গিয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি দায়িত্বে বিচারপতি রবীন্দ্র ঘুগে

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। কলকাতা হাই কোর্টে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বম্বে হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভিঠালরাও ঘুগেকে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। শনিবার দেশের আটটি হাই কোর্টে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই তালিকায় রয়েছে কলকাতা হাই কোর্টও। খুব শীঘ্রই নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন বিচারপতি ঘুগে।দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা হাই কোর্ট ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অধীনে চলছিল। স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছিলেন আইনজীবীদের একাংশ। এরই মধ্যে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম গত ৯ ও ৩১ আগস্ট এ বিষয়ে সুপারিশ করে। পরে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জানান, রাষ্ট্রপতি সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট নিয়োগে সম্মতি দিয়েছেন।১৯৯০ সালে আইনজীবী হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন বিচারপতি রবীন্দ্র ঘুগে। প্রায় দুই হাজারের বেশি মামলায় সওয়াল করেছেন তিনি। শ্রমিক ইউনিয়নের হয়ে দীর্ঘদিন মামলা লড়ার পাশাপাশি পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার হয়েও আইনি লড়াইয়ে অংশ নেন। বিচারপতি হিসেবেও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি দিল্লি, পাটনা, রাজস্থান, বম্বে, ছত্তিসগড়, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ এবং মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্টেও নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে।

যোগাযোগ রাখছেন অনেকে

দলছুট বিধায়ক-সাংসদদের নিয়ে মন্তব্য কুণালের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো কার্যত ভেঙে পড়েছে। দল ছেড়েছেন একের পর এক বিধায়ক ও সাংসদ। এই পরিস্থিতিতে নতুন জল্পনার জন্ম দিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। রবিবার তাঁর দাবি, দলত্যাগী অনেক বিধায়ক-সাংসদ এখনও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল জানান, দলত্যাগীদের সকলে সমান নন। তাঁর কথায়, ৮-১০ জন বিধায়ক নানা ধরনের অনিয়ম ঢাকতে দল ছেড়েছেন, কেউ কেউ পুরনো মামলার আশঙ্কায়, আবার কাউকে ভিত্তিহীন মামলায় হয়রানির হুমকি দিয়ে সরানো হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।কেন যোগাযোগ রাখা নেতাদের এখনই প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না, তারও ব্যাখ্যা দেন কুণাল। তাঁর যুক্তি, পুলিশি নিরাপত্তা এখন তাঁদের হাতে না থাকায় প্রকাশ্যে এলে সংশ্লিষ্ট নেতাদের এলাকায় সমস্যা তৈরি হতে পারে, যার মোকাবিলা তৃণমূলের পক্ষে সম্ভব নয়। পাশাপাশি তিনি জানান, তাঁরা ওই দিকে থাকলে সংশ্লিষ্ট এলাকার খবরাখবর পেতে সুবিধা হচ্ছে দলের।তবে কিছু নির্দিষ্ট নেতাকে যে ফেরানো হবে না, তা স্পষ্ট করে দেন কুণাল। প্রাক্তন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের বিখ্যাত গুড়-বাতাসা মন্তব্যের সুরে তিনি বলেন, নির্দিষ্ট ৫-৬ জন নেতা কালীঘাটের ত্রিসীমানায় গেলে কর্মী-সমর্থকদের আবেগ-এর মুখে পড়তে হবে তাঁদের।কুণালের এই মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বিতর্কিত মন্তব্য করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে আলোচনায় রাখাই কুণালের অভ্যাস। উল্টে তাঁর দাবি, কুণালের ঘনিষ্ঠ অনেকেই তাঁদের শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 06-09-2026 22:04 Page 2

সাহিত্যজগতের উদীয়মান নক্ষত্র

তরুণ প্রকাশক বৈদূর্য্য পাড়িয়া

কঠোর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পড়াশোনার পাশাপাশি নিজ শখ পূরণে সচেষ্ট হলে যে পাহাড় টলানো যায়, তা আবারও প্রমাণিত হলো। আর এবারে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন গ্রামবাংলার সহজ সরল এক তরুণ। আমাদের রাজ্যের প্রাণবায়ু দ্রবীভূত গ্রামবাংলার শ্যামলিমায়, আর সেই প্রকৃতিকে অন্তরে আত্তীকরণ করে তা মননে ফুটিয়ে তুলতে পারেন ক'জন! সাম্প্রতিক কালে এরকমই এক বিরল প্রতিভার দৃষ্টান্ত মিলল পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরের কাছে একটি গ্রামের এক তরুণের মধ্যে। সেই প্রতিভাবান ব্যক্তির নাম বৈদূর্য্য পাড়িয়া। প্রান্তিক অঞ্চলে জন্ম অথচ কৈশোর থেকেই গ্রামের সরল ছেলেটির চোখে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন। ছেলেবেলায় গ্রামে কিছুকাল কাটালেও পড়াশোনার তাগিদে ও বাবার কর্মসূত্রে সপরিবারে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন বৈদূর্য্য। যে ব্যক্তির মূল গ্রাম্য প্রকৃতির বুকে প্রোথিত, যাঁর মননে প্রকৃতির ছোঁয়া, নাগরিকতার কৃত্রিমতা ও প্রযুক্তির বিষবাষ্প কি তাঁর শ্বাসরোধ করতে পারে? আজন্ম বাংলা সাহিত্য ও সৃজনশীলতার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা তাঁর। কলকাতায় এসে স্কুলের পড়া শেষ করে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজ থেকে স্নাতক এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজ, রহড়া থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে বৈদূর্য্য সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। বাবা মায়ের সুশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা তাঁর মননে গভীর প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদিতার আড়াল থেকে তাঁর মনে উঁকি দিতে থাকে সাহিত্যানুরাগ, যা থেকে তাঁর মনে জন্ম নেয় এক সুচিন্তন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ২১, সম্পূর্ণ স্বচেষ্টায় ও দৃঢ় সংকল্পে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তিনি গড়ে তোলেন আস্ত একটি প্রকাশনী সংস্থা, নাম রাখেন 'গপ্পোবাগীশ প্রকাশনী'। ২০২১ সালে যে চারা রোপন করেছিলেন তিনি, আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে যেন মহীরুহ হওয়ার পথে। গোড়ার দিকে কলকাতা বইমেলায় জায়গা না মিললেও গতবছর থেকে স্টল পাচ্ছে তাঁর সংস্থা। ক্ষুদ্র পরিসরেও সেখানে বৈচিত্র্য দর্শনীয়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, কল্পবিজ্ঞান, প্রবন্ধ, থ্রিলার- সব ধরণের বইই ছিল সেখানে। এছাড়াও ছিল ভিন্ন স্বাদের নানান সংকলন। বৈদূর্য্যর নিরলস সাধনায় মাত্র ৫ বছরেই একক ও সংকলন মিলিয়ে আইএসবিএন যুক্ত প্রায় পাঁচশো বই প্রকাশিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর এই অতি সাম্প্রতিককালে যখন প্রযুক্তি আর মুঠোফোনে মজে গোটা তরুণ প্রজন্ম, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই প্রকার দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ বর্তমান সমাজের কাছে অবশ্যই শিক্ষণীয়।

শুধু তাই নয়, তরুণ এই সাহিত্যপ্রেমী জীবনে পেয়েছেন নানান বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য। প্রথিত যশা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে স্মরণজিৎ চক্রবর্তী , সুবোধ সরকার, জয় গোস্বামী, অর্পিতা সরকার, সৈকত মুখোপাধ্যায়, অভীক সরকার প্রমুখ সাহিত্যিকগণ ছাড়াও নাট্যকার গৌতম হালদার, দেবশঙ্কর হালদার, বাচিক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সংগীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য্য, সিধু, তিমির বিশ্বাস সকলেরই সান্নিধ্য পেয়েছেন এই ভাগ্যবান তরুণ। অল্প বয়সেই অসংখ্য মানুষের ভালোবাসায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। সম্প্রতি বাংলা ভাষার এই দুঃসময়ে বৈদূর্য্যর এই কর্মকাণ্ড সত্যই প্রশংসার্হ। তাঁর লক্ষ্য প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে অংশ নিয়ে সাহিত্যের প্রথম সারিতে আসা নয়, বরং সুযোগ না পাওয়া বহু প্রতিভাকে সাহিত্যের আঙিনায় স্থান করে দেওয়া। যার ফলস্বরূপ, বহু নবীন প্রতিভা তাঁদের লেখনীশক্তির যোগ্য মান পান। প্রকাশনীর পাশাপাশি নিজের সাহিত্যচর্চাতেও যথেষ্ট পরিণত তিনি। তাঁর রচিত কবিতার ভাবগভীরতা, শব্দচয়ন ও ব্যঞ্জনা পাঠকমনে সাড়া ফেলতে বাধ্য। একাধারে প্রকাশক, সম্পাদক এবং অপরধারে কবিসত্তা- বিজ্ঞানের এই ছাত্রটিকে যেন অনেকাংশেই এক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। বৈদূর্য্যর সাহিত্যমার্গের এই জয়যাত্রা বর্তমান বাংলা বিমুখ প্রজন্মের কাছে হোক এক আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা।

নাম- অনীশ দাস
পরিচিতি- লেখক ও প্রাবন্ধিক
ঠিকানা ৪২, পাইকপাড়া সেকেন্ড রো, কলকাতা- ৭০০০৩৭

আহ্বান

রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিরদাঁড়াগুলো সেঁকতে দিয়েছি মেঘলা
সকালবেলা
উত্তাপহীন কাঁপা কাঁপা শীতে
এলো পড়ন্ত বেলা।
রবিহীন আজ মধ্য গগন
কে যে দেবে উত্তাপ
সত্য ভেসেছে মিথ্যার স্রোতে
চারিদিকে শুধু পাপ।

নিষ্পাপ যারা দিশেহারা তারা
শঙ্কিত মনে প্রাণে
বেপরোয়া এক বিকৃত হওয়ায়
ভাসে পচনের বানে
দরকার আজ তপ্ত আগুন
গনগনে পোড়া আঁচ
নির্লিপ্ততা, আলসেমি ছেড়ে--
বাঁচবার মত বাঁচ ।

পাখিদের কোনো রাষ্ট্র নেই

রুদ্র

ভোর হলে তারা কোনো পতাকার দিকে উড়ে যায় না।
আকাশ তাদের কাছে কেবল একটি খোলা উচ্চারণ।
কোনো কাঁটাতার ডানার ভেতর জন্ম নিতে পারে না।
নদী পার হওয়ার আগে তারা অনুমতি চায় না।
মানচিত্র তাদের ঠোঁটে কোনো নাম লিখে দেয় না।
তবু তারা ঠিক চিনে নেয় ঋতুর দরজা।

শীত নামলে বাতাসই তাদের পথনির্দেশ করে।
মানুষ শুধু মাটি ভাগ করে, দিগন্ত নয়।
যে আকাশে তারা উড়ে যায়, সেটি সবারই ওপরে থাকে।
আমরা সীমান্ত আঁকি, তারা বাতাস পড়ে।
পৃথিবী তাদের কোনোদিন পরবাসী বলে না।

আকাশ এখনো কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক হয়নি।

দূরে তবু দূরে নয়

সাহেব মিঞা

আমি তোমার মতো কিংবা
তুমি আমার মতো না হলেও
পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবেই।

আমার জন্য তোমার
বা তোমার জন্য আমার বদলানোর প্রয়োজন নেই।

তুমি তোমার মতো করেই আমার হতে পারো।
আমিও তাই।

পৃথক থেকেও একাত্ম হওয়া যায়
একত্রে থেকেও থাকে দূরত্ব।

তুমি দিয়েছিল ভালোবাসার শর্ত
আমি চেয়েছিলাম শর্তহীন ভালোবাসা।

তাই.....

সেলাই মেশিন

ফরিদ হোসেন

আমার একটা সেলাই মেশিন চাই
স্বার্থের খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যাচ্ছে
সম্পর্কের জামা প্যান্ট গেঞ্জি
সেগুলো ফেলতে গেলে
একসময় উলঙ্গ হয়ে যাব।

এখন বুঝেছি একটা সেলাই মেশিন দরকার
সম্পর্কের ছেঁড়া জামা প্যান্ট গুলো
রিফু করে চালিয়ে দেওয়া যাবে বহুদিন।
ঠিকঠাক পাকা হাতে করতে পারলে
বোঝাই যাবে না, কী বিশ্রিভাবে ছিঁড়েছিল।

পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ নেই
যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে সেখানে ঘিরে ধরবে
লতাগুল্ম, কাঁটা গাছ।
খোঁচা লেগে ছিঁড়ে যাবে
জামা, প্যান্ট, শাড়ি ব্লাউজ, অন্তর্বাস।

শুধু পোশাক ছিঁড়বে না, এক একটা নাছোড় কাঁটা
পোশাকের ভিতরে ত্বক,
ত্বকের ভিতরে নরম মাংস
মাংসের ভিতরে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস
সব ক্ষত বিক্ষত করবে।

আমার একটা বহুমুখী সেলাই মেশিন দরকার
যা যুগপৎ পোশাক ও পোশাকের আড়ালে থাকা
ছেঁড়াফাটা রিফু করে দেবে শৈল্পিক দক্ষতায়।
জীবনে অক্ষত থাকা যায় না, কাটা ছেঁড়া হবেই
আমার একটা সেলাই মেশিন দরকার।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 06-09-2026 22:04 Page 3

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে হুমায়ুনকে নোটিশ

মামলা পৌঁছাল সুপ্রিম কোর্টে

নয়া জামানাঃ ক্যামাক স্ট্রিট বিতর্ক এবার সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। এদিকে পুরসভা ও দমকলের তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস খালি করার নির্দেশ দিয়ে একের পর এক নোটিস পাঠানো হচ্ছে। বিলবোর্ড অপসারণকে কেন্দ্র করে পুরসভা ও পুলিশকে হেনস্তার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ডেরেক ও ব্রায়েন এবং বৈশ্বানরকে নোটিস পাঠানো হয়েছিল। এবার একই ঘটনায় ডেবরার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীরকে নোটিস ধরাল পুলিশ।

জানা গেছে, এর আগে দুবার নোটিস দিতে গিয়ে পুলিশকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল হুমায়ুনের বাড়ি থেকে। রবিবার সকালে ফের তাঁর বাসভবনে যান পুলিশ আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ দরজায় ডাকাডাকির পর বাড়ির এক কর্মী বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর হাতেই নোটিস তুলে দেওয়া হয়। নোটিসে বলা হয়েছে, আগামী

৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরা দিতে হবে হুমায়ুনকে। পুলিশ ফেরার সময় ওই কর্মী জানিয়ে দেন, নির্দিষ্ট দিনেই থানায় হাজির হবেন তিনি। ২৭ আগস্ট অভিষেকের অফিসের বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার বাধে।নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়, কলার ধরে মারধরের অভিযোগও ওঠে, কয়েকজন পুলিশকর্মী সিঁড়িতে পড়ে যান এবং পুরকর্মীদেরও বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ডেরেক, বৈশ্বানর ও হুমায়ুনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

মঙ্গলবারই একই মামলায় ডেরেককে ফের তলব করা হয়েছিল।ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস খালি করার নোটিসে কলকাতা সিটি সিভিল কোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেও দমকলের নতুন নোটিসে জটিলতা বেড়েছে। বাড়ির মালিকের নোটিসের বিরুদ্ধে আদালতের স্থগিতাদেশ থাকলেও, দমকলের মতে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভবনটি বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে,

তাই নতুন শংসাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত ওই অংশ ব্যবহার করা যাবে না।

চিৎপুরে বন্ধ রাসায়নিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে এলাকাবাসী

নয়া জামানাঃ ছুটির দিন দুপুরে খাস কলকাতায় ঘটল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। চিৎপুরের নবাবপল্লি এলাকার একটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রাসায়নিক কারখানায় আচমকা আগুন লাগে, যা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের একাধিক কারখানায়। এলাকাটি ঘিঞ্জি হওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। জানা গেছে, বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওই কারখানায় প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এবং আগুনের শিখা পাশের কারখানাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খবর পাওয়ার পর প্রথমে পাঁচটি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, কিন্তু আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় এক ঘণ্টার মধ্যেই ইঞ্জিনের সংখ্যা বাড়িয়ে দশে নিয়ে যাওয়া হয়। সংকীর্ণ রাস্তা ও ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকর্মীদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। ততক্ষণে বন্ধ কারখানার মধ্যে থাকা সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন যাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে না ছড়ায়, সেই আশঙ্কায় পার্শ্ববর্তী কারখানার কর্মীরা তড়িঘড়ি জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালান।

আগুন ঠিক কী কারণে লাগল, তা নিয়ে দমকল দপ্তর এখনও আনুষ্ঠানিক কিছু জানায়নি। তবে প্রাথমিক অনুমান, কারখানাটি বহুদিন ধরে বন্ধ থাকার কারণে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নবাবপল্লি এলাকায় কারখানার পাশাপাশি ঘনবসতিও রয়েছে, ফলে সেখানকার মানুষজন আগুনের এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যান।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। তিনি জানান, দোতলা কারখানাটির নিচের তলায় ছিল একটি রাসায়নিকের গুদাম, আর উপরের তলায় ছিল কাপড়ের গুদাম। আগুন কীভাবে লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি, এবং এ ব্যাপারে পুলিশ ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করেছে।

উত্তমকুমার স্মরণে দলীয় স্লোগান,

অসন্তুষ্ট শমীক

নয়া জামানাঃ মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দমদমে স্থানীয় বিধায়কের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ স্মরণ অনুষ্ঠানে বিজেপি জিন্দাবাদ স্লোগান ওঠায় প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ঘটনার পরে দলের তরফে জনসমক্ষে ক্ষমাও চেয়ে নেন তিনি।এদিন অনুষ্ঠানে উত্তমকুমারের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন শমীক।

সেই সময় উপস্থিত কয়েকজন কর্মী-সমর্থক বিজেপি জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়ে ওঠেন। এতে আপত্তি জানিয়ে শমীক বলেন, উত্তমকুমারকে বিজেপি বানাতে আসিনি। কেউ কেউ এখানে বিজেপি জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়েছিলেন, ওঠা ভুল করেছে। তিনি স্পষ্ট করে দেন, অনুষ্ঠানটি বিধায়কের উদ্যোগে আয়োজিত এবং পদ্মফুল প্রতীকে জয়ী হওয়ার পর একজন বিধায়ক শুধু নিজের ভোটদাতাদের নন, সকলের প্রতিনিধি। তাঁর কথায়, যাঁরা ওঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, তাঁদেরও উনি বিধায়ক। এই যুক্তিতেই তিনি জানান, বিধায়কের অনুষ্ঠানে দলীয় স্লোগান দেওয়া সমীচীন হয়নি, এবং এই ঘটনার জন্য দলের তরফে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন।স্মরণ অনুষ্ঠানের আগে এদিন বিধাননগরে আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরেও উপস্থিত ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। সেখান থেকেই তিনি বিগত রাজ্য সরকারকে নিশানা করে দুর্গাপুজোর পরিবর্তে শারদীয়া উৎসব শব্দবন্ধ ব্যবহারের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর দাবি,

এই ধরনের চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধেই বাংলার মানুষ বিজেপিকে জয়ী করেছে। তিনি আরও বলেন, কলকাতা ও গ্রামবাংলার দুর্গাপুজোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে এবং মা দুর্গার বিসর্জন নদীর পরিবর্তে পুকুরে করানো নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদে ঢাক বাজানো বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন শমীক।একই সঙ্গে তিনি দলের মধ্যে থাকা হঠাৎ বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন। শমীক স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শুধু বিজেপির পতাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করলেই আসন্ন পুরভোটে কাউন্সিলর পদপ্রার্থী হওয়ার টিকিট মিলবে না, যাঁরা এমনটা ভাবছেন তাঁরা ভুল ভাবছেন। তাঁর কথায়, দল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যম নয়-দল সর্বাগ্রে, ব্যক্তি তার পরে।

কলকাতা পুরসভায় শুরু ডিলিমিটেশন

শুনানি রাজনৈতিক তরজা

নয়া জামানা,কলকাতাঃ ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) খসড়ার বিরুদ্ধে নাগরিক ও রাজনৈতিক দলগুলির আপত্তি শোনার প্রক্রিয়া শনিবার থেকে শুরু হয়েছে কলকাতা পুরসভায়। আগামী নভেম্বরের শেষে পুরভোটের আগে ২০৯টি ওয়ার্ড নিয়ে এই রূপান্তর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পুরভবনের ১০টি ঘরে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের দশজন ডবলিউবিসিএস অফিসার শুনানি পরিচালনা করছেন, যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন পুরকমিশনার স্মিতা পাণ্ডে।

এদিন কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূলের দুই শিবির এবং বামপন্থী দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বিরোধীদের অভিযোগ, নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রায় ১৬ হাজার ভোটার থাকার কথা থাকলেও উত্তর কলকাতার বিজেপি-প্রভাবিত কয়েকটি ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের সঙ্গে জোড়া হয়নি, অথচ অন্যত্র বেশি ভোটার থাকা ওয়ার্ডকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিজেপির কাউন্সিলর থাকা ওয়ার্ডগুলিতে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ম মানা হয়নি।বিধায়ক জাভেদ খানের নেতৃত্বাধীন দল এবং কালীঘাট শিবিরের বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন দাসরা পৃথকভাবে হাজির হলেও একই অভিযোগ তোলেন যে, বিজেপি দুর্বল এমন ৫৮টি ওয়ার্ড ভেঙে ১২৩টি করা হলেও বাকি ৮৬টি প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যা বিজেপির স্বার্থরক্ষা করছে। বিজেপি নেতা অশোক সিনহার নেতৃত্বে চার সদস্যের দল পাল্টা দাবি করে, হারের আশঙ্কাতেই বিরোধীরা অজুহাত তৈরি করছে।

আয়ুষ শিক্ষায় বড় স্বীকৃতি

গেট পরীক্ষায় বসার সুযোগ পড়ুয়াদের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ দেশের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটি, আইআইএসসি ও এনআইটি-তে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে চলেছেন আয়ুষ চিকিৎসক পড়ুয়ারাও। এতদিন গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা গেট পরীক্ষায় বসার সুযোগ মূলত মডার্ন মেডিসিন অর্থাৎ এমবিবিএস পড়ুয়াদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। দীর্ঘদিনের সেই বৈষম্যের অবসান ঘটল অবশেষে। তৃতীয় বর্ষের পর থেকেই আয়ুষ পড়ুয়ারা এবার এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন। জানা গিয়েছে, এই বৈষম্য দূর করার দাবি নিয়ে গত ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক ও নীতি আয়োগের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বাংলার আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ডা. সুমিত সুর।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 06-09-2026 22:04 Page 4

সম্পাদকীয়

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। শনিবার

প্রশ্ন আটকে আমাদের বিবেকে

একটি হড়পা বান। তারপর ধস।তার পর আবার বন্যার আশঙ্কা।নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে প্রকৃতি যেন একের পর এক সতর্কবার্তা ছুড়ে দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল;আমরা কি সেই সতর্কবার্তা শুনছি নাকি প্রতিটি বিপর্যয়ের পর মৃতদেহ গুনে, ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষে, কয়েক দিনের জন্য শোক প্রকাশ করেই দায় শেষ করছি?ধারচুলা জেলার ভাট্টারে নতুন ধসে চৌলানি নদীর গতিপথ আংশিক আটকে যাওয়ার ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে।

নদী আটকে গেলে জল জমবে, জলস্তর বাড়বে, তারপর সেই জল যখন পথ খুঁজবে, তখন তার সামনে থাকা জনপদ, সড়ক, সেতু কিংবা বিদ্যুৎ প্রকল্প;কিছুই নিরাপদ থাকবে না। আজ নদী আংশিক আটকে আছে,আগামীকাল সেটিই হয়তো বড় বিপর্যয়ের সূচনা হতে পারে।

সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয়, নেপাল এখনও আগের বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাতে পারেনি।বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, বহু শ্রমিক এখনও নিখোঁজ। ধ্বংসস্তূপের নীচে পরিবারের প্রিয়জনকে খুঁজছেন স্বজনেরা।

সেই অবস্থায় নতুন করে বন্যা ও ধসের আশঙ্কা শুধু প্রশাসনিক সতর্কতা নয় এটি একটি মানবিক বিপর্যয়ের উপর আর একটি বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।প্রশাসন সতর্ক করেছে, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী প্রস্তুত রেখেছে এগুলি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন থামানো যাবে না।বিপর্যয় ঘটার পরে উদ্ধার করা কি যথেষ্ট,যখন বিপদের লক্ষণ আগেই স্পষ্ট ছিল?

পাহাড়ি অঞ্চলে নদীর গতিপথ, ভূমিধসের ঝুঁকি এবং অতিবৃষ্টির পূর্বাভাস নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা কি সম্ভব ছিল না? নদীর পাশে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো নির্মাণের আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন কতটা কঠোর?

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কি শুধুই প্রকল্পের নকশায় সীমাবদ্ধ নাকি পুরো অববাহিকার ভূপ্রকৃতিকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়?এই প্রশ্নগুলির উত্তর এড়িয়ে গিয়ে শুধু ‘প্রকৃতির রোষ’ বলে সব দায় ঝেড়ে ফেলা অত্যন্ত সুবিধাজনক কিন্তু বিপজ্জনকও।প্রকৃতি বিপদ তৈরি করতে পারে কিন্তু বিপদকে বিপর্যয়ে পরিণত করে মানুষের ভুল পরিকল্পনা, দুর্বল প্রস্তুতি এবং প্রশাসনিক

পরিবর্তনের অভিঘাত এখন আর ভবিষ্যতের কোনও তাত্ত্বিক আশঙ্কা নয়। অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, হিমবাহ-নির্ভর নদীর আচরণের পরিবর্তন, পাহাড়ি ধস;সব মিলিয়ে হিমালয় অঞ্চল ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। অথচ উন্নয়নের নামে নদী, পাহাড় এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যকে উপেক্ষা করা হলে তার মূল্য শেষ পর্যন্ত দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই। আর এখানেই নেপালের সংকটের সঙ্গে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার সংকট জড়িয়ে যায়। হিমালয়ের নদীর কোনও জাতীয় সীমানা নেই। নেপালে বিপদ তৈরি হলে তার অভিঘাত সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডেও পৌঁছতে পারে।

নেপালের সাম্প্রতিক হড়পা

বানের নেপথ্যে চীন ?

সুনীল মাইতি

সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

ভূপৃষ্ঠের খাড়াই ঢাল;ভুঙ্গুর শিলাইল এবং বর্ষার মৌসুমে মৌসুমী বায়ুর স্বাভাবিক দাপট; তিব্বত মালভূমি থেকে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে নেমে আসা নেপালের নদী ব্যবস্থার ভৌগোলিক বাস্তবতা চিরকালই এমন। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিমালয় অঞ্চলের পাহাড়ি নদীগুলোতে যে মর্মান্তিক এবং অভূতপূর্ব ‘হড়পা বান’ দেখা যাচ্ছে তার ধরন এবং ধ্বংস ক্ষমতা কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। বিশেষ করে; চীনের তিব্বত স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হওয়া সীমান্ত অতিক্রমকারী নদীগুলোরহঠাৎ ফুলে- ফেঁপে ওঠা এবং নেপালের ভিতরে তছনছ করে দেওয়ার ঘটনার পেছনে বেজিংয়ের ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ এবং ভূ-রাজনীতিবিদদের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। তাই পাঠক হিসেবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক , নেপালের এই ভয়াবহ নদী -বিপর্যয়ে চীনের দায় ঠিক কতখানি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রধানত তিনটি মূল বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তিব্বত মালভূমিতে চীনের অনিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামো নির্মাণ; জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নদী -নিয়ন্ত্রণ এবং সীমান্ত নদীর তথ্য আদান-প্রদানে চীনের অস্বচ্ছতা।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব গোটা বিশ্বে পড়লেও হিমালয় অঞ্চলে তা দ্বিগুণ গতিতে কাজ করছে। কিন্তু তিব্বত মালভূমিতে চীন যেভাবে বিশাল আকারের মহাসড়ক; সুড়ঙ্গ; খনি এবং ভারী পরিকাঠামো গড়ে তুলছে; তা পরিবেশগত ভারসাম্যকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেছে। তিব্বতের গলতে থাকা হিমবাহগুলো থেকে অসংখ্য অস্থায়ী গ্লেসিয়ার হ্রদ বা হিমবাহ সৃষ্ট হদ তৈরি হচ্ছে। নেপালের অধিকাংশ প্রধান নদী, যেমন কোশি (তিব্বতে অরুণ); গন্ডক (তিব্বতে ট্রিশূলি)এবং কার্নালি, উৎপত্তি লাভ করেছে তিব্বতে। চীন যখন তিব্বতে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পাহাড় ডিনামাইট দিয়ে ওড়ায় বা পাহাড়ি ঢাল কেটে রাস্তা তৈরি করে; তখন সেই ভূ-কম্পন ও ভূমিধস সরাসরি এই ভঙ্গুর হিমবাহ হ্রদগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে। গত কয়েক বছরে তিব্বতের ভেতরে এমন কয়েকটি হিমবাহ হ্রদের পাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে লাখ লাখ ঘনমিটার জল নেপালের নদীগুলোতে নেমে এসে ভয়াবহ হড়পা বানের সৃষ্টি করেছে।

> **ভূপৃষ্ঠের খাড়াই ঢাল;ভুঙ্গুর শিলাইল এবং বর্ষার মৌসুমে মৌসুমী বায়ুর স্বাভাবিক দাপট; তিব্বত মালভূমি থেকে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে নেমে আসা নেপালের নদী ব্যবস্থার ভৌগোলিক বাস্তবতা চিরকালই এমন। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিমালয় অঞ্চলের পাহাড়ি নদীগুলোতে যে মর্মান্তিক এবং অভূতপূর্ব ‘হড়পা বান’ দেখা যাচ্ছে তার ধরন এবং ধ্বংস ক্ষমতা কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। বিশেষ করে; চীনের তিব্বত স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হওয়া সীমান্ত অতিক্রমকারী নদীগুলোরহঠাৎ ফুলে- ফেঁপে ওঠা এবং নেপালের ভিতরে তছনছ করে দেওয়ার ঘটনার পেছনে বেজিংয়ের ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ এবং ভূ-রাজনীতিবিদদের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে।**

তিব্বতের অভ্যন্তরে চলা অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণকাজ এই প্রক্রিয়াকে আরোও ত্বরান্বিত করছে। চীন তিব্বতের নদীগুলোর ওপর একের পর এক মেগা বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলছে। নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে আটকে কৃত্রিম জলাধার তৈরীর এই কৌশল নেপালের জন্য দিমুখী বিপদ ডেকে এনেছে। অতিবৃষ্টির সময় যখন চীনের তৈরি বাঁধগুলোতে জলের চাপ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে যায়; তখন কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই বা অত্যন্ত অল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে বেইজিং কপাট খুলে দেয়। ফলাফল? নদীর ভাটিতে থাকা নেপালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানী ১০ থেকে ১৫ ফুট জলের নিচে তলিয়ে যায়। এটি কেবল প্রাকৃতিক হড়পা বান নয়; এটি চীন সরকারের অপরিকল্পিত ও স্বার্থকেন্দ্রিক জল ব্যবস্থাপনার সরাসরি ফসল, যাকে ‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার- ইনডিউসড ডিজাস্টার’ বা পরিকাঠামো সৃষ্ট দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করছেন বিশেষজ্ঞরা। একটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমকারী নদীর ক্ষেত্রে উজানে থাকা রাষ্ট্রেরঅন্যতম আইনি ও নৈতিক দায়িত্ব হল ভাটিতে থাকা রাষ্ট্রকেসময়মতো নদীর জলস্তর ও প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা। আন্তর্জাতিক জল আইন অনুযায়ী; উজানের দেশ জল ছাড়ার আগে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ভাটির দেশকে সতর্ক করতে বাধ্য। চীন কিন্তু এই নীতি মানতে নারাজ। নেপালের সাথে চীনের কিছু দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা থাকা সত্ত্বেও; তিব্বতের ভেতরে নদীগুলোর বাস্তবভিত্তিক উপাত্ত সরবরাহ করতে চীন প্রায়শই গড়িমসি করে। এমনকি চীনা বাঁধগুলো থেকে কখন জল ছাড়া হচ্ছে; তার সঠিক সময় ও পরিমাণের কোনো স্বচ্ছ হিসাব নেপাল পায় না ।এই তথ্য ও অস্বচ্ছতার কারণে নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ আগে থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার বা সতর্ক করার সময় পায় না। ফলে পানহানিও সম্পদের ক্ষতি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। বেজিং এর এককিপাক্ষিক ও গোপনীয় আচরণের পিছনে কূটনীতিবিদরা এক ধরনের প্রচ্ছন্ন ‘জল রাজনীতি’ বা পানিকে চাপ সৃষ্টিকারী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্য সমস্ত দায় একা চীনের উপর চাপিয়ে দিলে নেপালের ভেতরের গাফিলতি ঢাকা পড়ে যাবে। নেপালেও অপরিকল্পিতভাবে নদীর খুব কাছাকাছি আবাসন ও সেতু নির্মাণ করা হয়েছে; যা বানের ধ্বংসলীলাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অনুঘটকের ভূমিকাটি চীন পালন করছে। চীন যখন নেপালকে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ -এর অধীনে কোটি কোটি ডলারের ঋণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে; তখন কাঠমান্ডুর রাজনৈতিক নেতৃত্বও বেজিংয়ের এই পরিবেশগত আগ্রাসন নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে জোরালো প্রতিবাদ জানাতে ইতস্তত করে। তিব্বত হল ‘এশিয়ার ওয়াটার টাওয়ার’। সেই সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রকে যেভাবে চীন কেবল ক্ষমতার রাজনীতি ও পরিকাঠামো বিকাশের হাতিয়ার করেছে; তার চরম মাশুল গুনতে হচ্ছে নেপালের সাধারণ মানুষকে। নেপালের হড়পা বানের প্রত্যক্ষ কারণ হয়তো অতিবৃষ্টি বা হিমবাহ গলন; কিন্তু তার ভয়াবহতা ও আকস্মিকতার পেছনে বেজিংয়ের দায় কোনোভাবে এড়ানো যায় না। হিমালয় কেবল একটি আঞ্চলিক ভূখণ্ড নয়; এটি কোটি কোটি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। চীনের এই অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এখনই যদি নেপাল (এবং ভারত সহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া) যৌথ কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি না করে; তবে আগামী দিনে হিমালয়ের কোলে ঘেঁষে আসা এই হড়পা বান কোনো একটি দেশের সীমান্তে আটকে থাকবে না, গোটা অঞ্চলের জন্য মহা-বিপর্যয় ডেকে আনবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 06-09-2026 22:04 Page 5

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দুর্গাপুজো, উৎসবের আগেই ফান্ড ঘিরে বিতর্ক

নয়া জামানা,রায়গঞ্জ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবার বাজবে ঢাক! রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমবার আয়োজিত হতে চলেছে দুর্গাপুজো।পুজোর খবর ছড়াতেই উৎসবের আমেজের পাশাপাশি শুরু হয়েছে ফান্ড ঘিরে জোর চর্চা। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, পুজোর আয়োজনের জন্য তৈরি হয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয় উৎসব কমিটি'।উপাচার্য অর্ণব সেন জানিয়েছেন, শুধু দুর্গাপুজো নয়, আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের দায়িত্বও থাকবে এই কমিটির হাতে।কিন্তু প্রশ্ন উঠছে; পুজোর টাকা আসবে কোথা থেকে? উপাচার্যের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে একটি টাকাও খরচ করা হবে না।স্পনসর ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুদানেই হবে

পুজোর যাবতীয় আয়োজন। উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। তবে বিরোধিতার সুর বামেদের গলায়। শুভজিৎ দোস্তীদারের প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও উন্নয়নের একাধিক কাজ এখনও বাকি, সেখানে দুর্গাপুজো কতটা যুক্তিযুক্ত ?অন্যদিকে, সনাতনী সংস্কৃতির প্রচারকে স্বাগত জানিয়েছেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জেলা সভাপতি বাপ্পাদিত্য সরকার।

পুজোর চাঁদা ৫০ হাজার! দিতে নারাজ, দিনমজুরের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ পুজোর চাঁদার দাবিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ময়নাগুড়ি। দিনমজুর পরিবারের কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি এবং তা দিতে অস্বীকার করায় বাড়িতে ঢুকে মারধরের অভিযোগ উঠল এলাকার কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় মহিলা থেকে বৃদ্ধ পরিবারের একাধিক সদস্য আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ।ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজারহাট এলাকার বড় কামাত সোবার বাড়ি এলাকায় শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, রাত প্রায় ১১টা নাগাদ সাতজনের একটি দল বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালায়। আহতদের ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে এক গৃহবধূকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া

হয়।পরিবারের বৃদ্ধ সদস্যকে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।রবিবার ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মমতা রায়। অভিযোগ, থানায় গেলে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা দাবি করেছেন পাপন রায়। তাঁর বক্তব্য, অভিযোগকারীরাই তাঁদের ছেলেদের মারধর করেছেন এবং এ নিয়ে ভোটপট্টি ফাঁড়িতে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

তিস্তার তীরে সতর্কবার্তা, মাইকিং করে বাসিন্দাদের নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ

রঞ্জন সাহা,নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ পাহাড় ও সমতলে টানা অতিবৃষ্টির জেরে ফের বাড়ল তিস্তা নদীকে ঘিরে উদ্বেগ।সিকিমে বাঁধের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পাশাপাশি পাহাড়ে একাধিক জায়গায় ধস নামার খবর সামনে আসতেই তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকার

বাসিন্দাদের সতর্ক করল ময়নাগুড়ির দোমহানি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত।শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তিস্তা নদীর আশপাশের এলাকায় মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়। নদীর কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষজনকে দ্রুত নিরাপদ ও উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে গৃহপালিত পশুদেরও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।

প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। আচমকা জলস্তর বাড়লে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেই কারণে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই মাইকিং করা হয়েছে।পাশাপাশি, আতঙ্ক না ছড়িয়ে প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। বিশেষ করে তিস্তা নদীকে ঘিরে কোনও ধরনের গুজব বা বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্য এলাকাবাসীর কাছে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিভেদ ভুলে ঘর গোছাও! মালদহে তৃণমূলকে ঐক্যের বার্তা কল্যাণের

নয়া জামানা,মালদহ ঃ নির্বাচনের পর এবার সংগঠন গোছানোর পালা।অভ্যন্তরীণ বিবাদ ভুলে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠন মজবুত করার বার্তা দিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদহে তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা থেকে তাঁর এই বার্তাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা।চাঁচলের একটি বেসরকারি লজে আয়োজিত এই সাংগঠনিক সভায় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে জেলার সংগঠন নিয়ে নানা প্রশ্নের মধ্যেই এদিনের সভায় তৃণমূল কর্মীদের ভিড় দলের নেতৃত্বকে যথেষ্ট স্বস্তি দিয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী, মতিবুর রহমান,দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি চিকিৎসক মোয়াজ্জেম হোসেন,মর্জিনা বিবি, সুবোধ রায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব।এদিনের সভা থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা ছিল স্পষ্ট ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নয়,এখন লক্ষ্য সংগঠন। নিজেদের মধ্যে বিবাদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই আগামী দিনে তৃণমূলকে আরও শক্তিশালী করার ডাক দেন তিনি।শুধু বার্তা নয়,সংগঠন ঢেলে সাজানোর

নির্বাচনের পর এবার সংগঠন গোছানোর পালা।অভ্যন্তরীণ বিবাদ ভুলে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠন মজবুত করার বার্তা দিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাজও শুরু করে দিল তৃণমূল।মালদহের ১৫টি ব্লকের সভাপতি নির্বাচন এবং নতুন জেলা কমিটি তৈরির জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।এই কমিটিতে রয়েছেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী,বিধায়ক মতিবুর রহমান এবং চিকিৎসক মোয়াজ্জেম হোসেন। জানা গিয়েছে, তিন সদস্যের এই কমিটি জেলার ১৫টি ব্লকে ঘুরে স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করবে।তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে ব্লক সভাপতি নির্বাচন এবং জেলা কমিটির প্রস্তাব তৈরি করা হবে। এরপর সেই প্রস্তাব পাঠানো হবে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। রাজ্য নেতৃত্বের অনুমোদনের পরই নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে।নির্বাচনের পর মালদহে তৃণমূলের সংগঠন কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা রয়েছে। তার মধ্যেই এদিনের সভায় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখিয়ে দিল মালদহে এখনও সংগঠনকে ঘিরে তৃণমূলের সক্রিয়তা রয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 06-09-2026 22:04 Page 6

‘গো-ব্যাক’ স্লোগানে উত্তেজনা, পরে তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুর

নয়া জামানা, শাসনঃ প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবিরকে ঘিরে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বারাসাত-২ নম্বর ব্লকের শাসনের খড়িবাড়ি এলাকা। মিটিংয়ে যোগ দিতে এলাকায় পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে বিজেপি কর্মীরা ‘গো-ব্যাক’ স্লোগান দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শাসন থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের তুলনায় দেরিতে মিটিংয়ে পৌঁছন হুমায়ুন কবির। সেই সময়ই কয়েকজন বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয়। এরপরই এলাকার বেশ কয়েকটি তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে।তৃণমূলের দাবি, মিটিং বানচালের চেষ্টা এবং পরবর্তী ভাঙচুরের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে শাসনে অশান্তির পরিবেশ ছিল।নতুন করে উত্তেজনা এড়াতেই হুমায়ুন কবিরকে মিটিং না করার অনুরোধ করা হয়েছিল।জেলা পুলিশ সুপার জে. মার্সি জানান,মিটিংয়ে দেরিতে আসাকে কেন্দ্র করেই বিক্ষোভের সূত্রপাত।পুলিশ তাঁকে নিরাপদে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।ঘটনার পর এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।

৮১ কিমি সাঁতারপ্রতিযোগিতা, ভাগীরথীতে কঠিন লড়াই

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদঃ প্রতিবছরের মতো এবারও শুরু হল মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতা। রবিবার ভোরে আহিরন ঘাট থেকে শুরু হয় ৮১ কিলোমিটারের এই প্রতিযোগিতা। সাঁতারুদের গন্তব্য বহরমপুরের গোরাবাজার ঘাট। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ২৭ জন সাঁতারু অংশ নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মহারাষ্ট্র থেকেও ৩ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন। এছাড়া প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ৩ জন সাঁতারু। প্রতিযোগিতা শুরু হতেই একে একে ভাগীরথীর জলে নামেন প্রতিযোগীরা। দীর্ঘ ৮১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে নদীর স্রোত, ঢেউ এবং দীর্ঘ সময় জলে থাকার চ্যালেঞ্জের। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গোরাবাজার ঘাটে পৌঁছনোই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এই দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতা মুর্শিদাবাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বহন করে আসছে। প্রতি বছরই এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলা ও রাজ্যের সাঁতারুরা অংশ নেন। এবারও প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে নদীর দুই পাড়ে ভিড় করেছেন বহু মানুষ। ভাগীরথীর প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত কারা সফলভাবে ৮১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারেন এখন সেদিকেই নজর সবার।

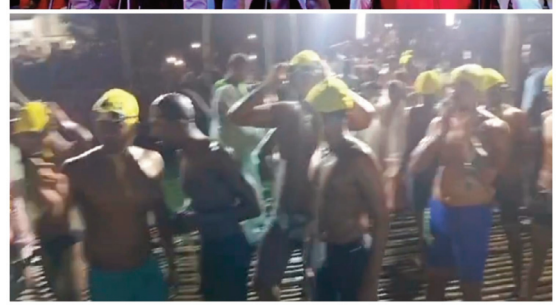

রায়গঞ্জে দুর্গাপূজার চাঁদা নিয়ে অভিযোগে সরব মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, রায়গঞ্জঃ দুর্গাপূজার এখনও বেশ কিছুদিন বাকি থাকলেও, রায়গঞ্জ শহরে ইতিমধ্যেই পূজার চাঁদা কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। ইতিপূর্বেই চাঁদার জুলুম বাজির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৌশিক চৌধুরী। স্থানীয় একটি সম্বর্ধনা সভায় তিনি প্রকাশ্যেই বলেন কোনভাবেই চাঁদার জুলুমবাজি মানা হবে না। এবার তার ক্ষুন্নাম ভাঙিয়ে পূজা কমিটির বিরুদ্ধে যাদাতুলার অভিযোগ উঠল। উল্লেখ্য, বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী এক প্রকাশ্য সমাবেশে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন, চাঁদার জুলুম কোনও মতেই বরদাস্ত করা হবে না। সাধারণ মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাড়তি চাঁদা না দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন তিনি। মন্ত্রীর সেই বার্তায় আশ্বস্ত হয়েছিলেন শহরের সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী মহল সকলেই। কিন্তু এবার সেই মন্ত্রীর নাম করেই শহরে বাড়তি চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠল, যা ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রবিবার এবিষয়ে মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী নিজেই সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁর কাছে খবর এসেছে শহরের বেশ কয়েকটি ক্লাব ও পূজা কমিটি তাঁর নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে বাড়তি চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করছে। বিষয়টি জানতে পেরে তিনি সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং কড়া ভাষায় সতর্ক করেন। যদিও তিনি ওই ক্লাব গুলির নাম প্রকাশ্যে বলেননি। যাতে তাদের পুজোয় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। তিনি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, ভবিষ্যতে তাঁর নাম করে চাঁদা তোলার অভিযোগ উঠলে অভিযুক্ত পূজা কমিটির বিরুদ্ধে সরাসরি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রীর এই কড়া অবস্থানের পর শহরের পূজা কমিটিগুলির মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের আশা, প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এবার চাঁদার জুলুম থেকে মুক্তি মিলবে।

ঘরে রক্তাক্ত স্বামী, ঝোপে স্ত্রী, বক্সিরহাটে জোড়া মৃত্যু ঘিরে রহস্য

নয়া জামানা,কোচবিহারঃ সকালের আলো ফুটতেই চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহারের বক্সিরহাটে। বাড়ির শোবার ঘর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ। আর বাড়ি থেকে মাত্র ২০ মিটার দূরের ঝোপে মিলল তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দেহ। রহস্যঘেরা এই জোড়া মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রামপুর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সুনীল বিশ্বাস ও জানকী বিশ্বাস।শোবার ঘর থেকে সুনীলবাবুর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের পর প্রাথমিকভাবে তাঁর মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। ঘটনাটি খুন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে জানকীদেবীর কোনও খোঁজ না মেলায় শুরু হয় তল্লাশি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির কাছের ঝোপ থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। একই পরিবারের দু’জনের এমন মৃত্যু ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ঘটনাস্থলে পৌঁছন অ্যাডিশনাল এসপি, তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। তদন্তে নেমে জানকীদেবীর এক বোনের ছেলেকে সন্দেহে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। পারিবারিক বিবাদ, পুরনো শত্রুতা নাকি অন্য কোনও কারণ জোড়া মৃত্যুর নেপথ্যে আসল রহস্য কী তারই উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

জলে ভাসল গ্রাম,পাশে বিধায়ক, ভরতপুরে ত্রাণ ও সেতুর আশ্বাস

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদঃ টানা বর্ষণে জলমগ্ন ভরতপুরের একাধিক এলাকা। কোথাও বাড়িতে জল, কোথাও আবার বিস্তীর্ণ চাষের জমি তলিয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত কৃষকদের। এই পরিস্থিতিতে বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করলেন ৬৭ নম্বর বিধানসভার বিধায়ক সুখেন বাগদি। ভরতপুর-১ ব্লকের গন্দুরিয়া, জজান ও গড্ডা অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন বিধায়ক।

গড্ডার সুখদানপুর, কাশিপুর, চাঁদপুর এবং গন্দুরিয়ার ছত্তরপুর, ইব্রাহিমপুর ও হামিদপুরে বহু বাড়িতে জল ঢুকেছে।

পাশাপাশি জলের তলায় চলে গিয়েছে চাষের জমি। পরিদর্শনে বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন বিডিও সুবীর দাস ও ভরতপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ মণ্ডল। তাঁরা বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কথা শোনেন।

সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ হামিদপুরে। প্রায় ৫০০ পরিবারের এই এলাকায় বর্ষায় প্রধান রাস্তাটি বারবার জলের তলায় চলে যায়। ছোট কালভার্টে জল নিষ্কাশন না হওয়ায় স্কুল পড়ুয়া থেকে অসুস্থ রোগী;সকলকেই ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় ৫০ বছরেও স্থায়ী সেতু তৈরি হয়নি। সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে ছোট সেতু বা উপযুক্ত কালভার্ট নির্মাণের উদ্যোগের আশ্বাস দেন বিধায়ক ও বিডিও। পরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয় ত্রাণসামগ্রী।

জঞ্জাল সরিয়ে ‘সবুজ’ ময়নাগুড়ির পথে ক্লাব ও এনসিসি

নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ পরিচ্ছন্ন শহর, সবুজ শহর এই বার্তাকে সামনে রেখে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামল ময়নাগুড়ি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব। রবিবার পোস্ট অফিস মোড় থেকে দুর্গাবাড়ি মোড় পর্যন্ত রাস্তার দু’ধারে জমে থাকা জঞ্জাল পরিষ্কার করেন ক্লাবের সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে অভিযানে সামিল হন ময়নাগুড়ি কলেজের এনসিসি সদস্যরাও।

পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবব্রত দত্ত জানান, টানা তিন সপ্তাহ ধরে এই ধরনের কর্মসূচি চলছে। তাঁদের লক্ষ্য, ময়নাগুড়িকে ধীরে ধীরে একটি ‘গ্রিন সিটি’ হিসেবে গড়ে তোলা। এদিন অভিযানে ক্লাবের ১০ জন সদস্য এবং ময়নাগুড়ি কলেজের এনসিসির ২২ জন সদস্য অংশ নেন। হাতে ঝাড়ু, বস্তা নিয়ে রাস্তার ধারে ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে সরিয়ে দেন তাঁরা। দেবব্রত দত্ত বলেন, শুধু পরিচ্ছন্নতা অভিযান নয়, মানুষকে নিজের শহর পরিষ্কার রাখার দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য। আগামী দিনেও এই কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে। পাশাপাশি ময়নাগুড়ির সর্বস্তরের মানুষকে এমন উদ্যোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 06-09-2026 22:04 Page 7

দিল্লির সত্য নিকেতনে বহুতল ধস

উদ্ধারে পুলিশ-দমকল

নয়া জামানা ঃ রবিবার দুপুরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বহুতল আবাসন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ধ্বংসস্তূপের নীচে একাধিক মানুষের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেঙে পড়া তিনতলা ভবনটি একটি পেয়িং গেস্ট আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত হত। নিকটবর্তী একাধিক কলেজের কারণে সত্য নিকেতন এলাকাটি মূলত ছাত্র-ছাত্রী প্রধান এলাকা বলেই পরিচিত। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আবাসনটিতে বহু শিক্ষার্থী বসবাস করতেন। ফলে দুর্ঘটনার সময় বেশ কয়েকজন ছাত্র ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান বলে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে।দুর্ঘটনার

সময়ের কিছু ভয়াবহ ভিডিও চিত্রে দেখা গিয়েছে, কংক্রিটের বিরাট স্ল্যাবের নিচে এক ব্যক্তি আটকে রয়েছেন এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারীরা

তাঁকে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে ভিতরে আরও কতজন আটকে রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখতে জোরকদম তল্লাশি চলছে।দুর্ঘটনার খ বর পাওয়া মাত্রই এলাকা ঘিরে ফেলে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। কী কারণে বহুতলটি হঠাৎ ভেঙে পড়ল - পরিকাঠামোগত ত্রুটি নাকি বেআইনি নির্মাণের জেরে এই ধস, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

এসআরসিসির মঞ্চে দিমাগি নকশাল প্রসঙ্গ

ফের বিরোধীদের নিশানা মোদীর

নয়া জামানা ঃ দিল্লির শ্রী রাম কলেজ অব কমার্সের শতবর্ষ উদযাপনের মঞ্চ থেকে ফের বিরোধীদের নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি লালকেল্লার ভাষণে ব্যবহার করা দিমাগি নকশাল শব্দবন্ধ টেনে এনে তিনি কটাক্ষ করেন বিরোধীদের। তাঁর দাবি, ওই শব্দটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মতো কাজ করেছে এবং তা প্রয়োগ করতেই একে একে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে দিমাগি নকশালদের আসল চেহারা।তরুণ প্রজন্মকে সামনে রেখে এ দিনের বক্তব্যে উন্নত ভারতের লক্ষ্যের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের অতীতের বিভিন্ন সঙ্কটের প্রসঙ্গ টেনে বর্তমান সরকারের মোকাবিলার ধরন ব্যাখ্যা করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান সাফল্যকে সহজ মনে হলেও গত কয়েক দশকে একের পর এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দেশকে যেতে হয়েছে।এ প্রসঙ্গে মোদী তোলেন ২০১৩ সালের কেদারনাথ বিপর্যয়ের কথা। তাঁর দাবি, সেই সময় গোটা

সরকারই কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছিল এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে কোনও স্পষ্টতা ছিল না। এর পাশাপাশি ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের প্রসঙ্গ তুলে তৎকালীন সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

তাঁর অভিযোগ, সেই সরকার দীর্ঘদিন সঙ্কটের আড়ালে থাকার চেষ্টা করেছিল এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে ধসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।বর্তমান সরকারের আমলের একাধিক সঙ্কটের কথাও তুলে ধরেন মোদী-কোভিড অতিমারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বাণিজ্য ও সরবরাহ শৃঙ্খলকে চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার এবং পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট। তাঁর দাবি, প্রতিটি পর্যায়েই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে ভারত আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, প্রতিবারই বিরোধীদের একাংশ ভেবেছিল মোদী বিপাকে পড়েছেন, কিন্তু দেশের মানুষের আশীর্বাদেই সেই আশঙ্কা বারবার ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

রুশ তেল নিয়ে ভারতের মস্কো

সাফাই রুশ রাষ্ট্রদূতের

নয়া জামানা ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রমাগত চাপের মধ্যেই ভারতের পক্ষে সাফাই দিলেন ভারতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপভ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার সিদ্ধান্ত ভারত নিজের প্রয়োজনেই নিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধে মস্কোকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে নয়।আলিপভের কথায়, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার সিদ্ধান্তটি ভারত তার নিজস্ব স্বার্থেই নিয়েছে। রাশিয়াকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ভারত রাশিয়ার তেল কিনছে না; বরং নিজেদের প্রয়োজন ও জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই তারা এই তেল কিনছে। একইসঙ্গে তিনি জানান, ভারতের জ্বালানি চাহিদা পূরণে মস্কো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনও পরিমাণ তেল সরবরাহে রাশিয়া প্রস্তুত। রুশ তেল

বাণিজ্যের বিরুদ্ধে পশ্চিমি দেশগুলির নিষেধাজ্ঞাকে তিনি চাপ প্রয়োগের কৌশল বলে অভিহিত করেন।রুশ তেলের ক্রেতাদের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে মার্কিন সেনেটে সম্প্রতি একটি নতুন বিল পাশ হয়েছে, যাতে রাশিয়ার তেল কেনা কোনও দেশের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সংস্থান রয়েছে। এই পদক্ষেপের জেরে ভারত সমস্যায় পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।২০২২ সালে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞার পর থেকেই বিশ্ব তেল বাণিজ্যের কাঠামোয় পরিবর্তন আসে এবং সেই সময় থেকে তুলনামূলক সস্তায় রুশ তেল কিনছে ভারত। এতে দেশের শোধনাগারগুলির কাঁচামাল খরচ নিয়ন্ত্রণে থাকার পাশাপাশি সরবরাহও অব্যাহত রয়েছে।

ইমক্যাব নাইট-এ নতুন নেতৃত্ব

ঢাকায় ঘোষিত কার্যনির্বাহী কমিটি

নয়া জামানা ঃ বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ইমক্যাব)-এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষিত হল এদিন। ঢাকার গুলশানের একটি অভিজাত হোটেলে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় ইমক্যাব নাইট।অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, কূটনৈতিক কোরের সদস্য, রাজনীতিবিদ ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ নতুন কমিটি ঘোষণা করেন। সহসভাপতি রাজীব খানের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ দ্বিপাক্ষিক সাংবাদিকদের স্বার্থরক্ষা, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা চর্চা এবং

বাংলাদেশ-ভারত গণমাধ্যমের মধ্যে পেশাগত মেলবন্ধন জোরদার করার অঙ্গীকার করেন। নতুন কমিটি আগামী দুই বছর সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।নতুন কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন ত্রিপুরা এক্সপ্রেসের শাহীন চৌধুরী, সহ-সভাপতি টিভি৯ বাংলার বাংলাদেশ ব্যুরো প্রধান রাজীব খান, সাধারণ সম্পাদক দৈনিক যুগশঙ্খ ও ইস্টার্ন ক্রনিকলের মাসুম বিল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইউএনআই-র মীর আফরোজ জামান, কোষাধ্যক্ষ আমার অসম-র আবু আলি এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ত্রিপুরা দর্পণের আমিনুল হক ভুইয়া। কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন দৈনিক স্টেটম্যানের বাসুদেব ধর, আনন্দবাজার পত্রিকার কুদ্দুস আফ্রাদ, দৈনিক দেশের কথা-র রফিকুল ইসলাম সবুজ, ফেইস নিউজ-র নির্মল চক্রবর্তী, দৈনিক স্যান্দন-র জাকির হোসেন ও ত্রিপুরা টাইমস-র মনির হোসেন।নতুন কমিটির সদস্যরা পেশাগত নিরপেক্ষতা এবং দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলায় গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি (প্রেস ও পলিটিক্যাল) গোকুল ভি কে, জাতীয় প্রেসক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি আইয়ুব ভুইয়া এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সহকারী প্রেস-সচিব মাহফুজুর রহমান।

আড়ায় লাইনচ্যুত মহানন্দা এক্সপ্রেস, ব্যাহত ট্রেন চলাচল

নয়া জামানা ঃ ফের রেল দুর্ঘটনার ঘটনা। এবার লাইনচ্যুত হল দিল্লিগামী সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস। বিহারের আরা জংশনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনের দুটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে বলে খবর। তবে স্বস্তির বিষয়, দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার জেরে ব্যাহত হয় রেল চলাচল।পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ ভোর চারটে নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সাসারাম লাইনে বিহারের আরা জংশন থেকে ট্রেনটি বেরোনোর সময়েই এই বিপত্তি ঘটে। ট্রেনটি কম গতিতে চলছিল, সেই সময় আচমকাই দুটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায় এবং ট্র্যাক থেকে চাকা নেমে যায়। এর জেরে প্রায় তিন ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ফের আরা জংশন থেকে রওনা দেয় মহানন্দা এক্সপ্রেস।এই প্রসঙ্গে পূর্ব-মধ্য রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সরস্বতী চন্দ্র বলেন,আজ ভোরবেলায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। বিহারের আরা স্টেশন থেকে বের হচ্ছিল, সেই সময় দুটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনের গতি কম থাকায়, কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার জেরে আংশিকভাবে ব্যাহত হয় রেল চলাচল। আপ লাইনে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলেও, ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, ট্রেনের চালক সম্ভবত লাল সিগন্যাল অমান্য করে এগিয়ে গিয়েছিলেন, যার জেরে সঠিক লাইনে না থাকায় লাইনচ্যুত হয় ট্রেনটি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 06-09-2026 22:04 Page 8

তেভেজের বিদায়ী ম্যাচে মেসি-রোনাল্ডো !

মহামঞ্চের অপেক্ষা

নয়া জামানা ঃ অতীতে একে অন্যের বিরুদ্ধে বহু ম্যাচ খেলেছেন দুজনে। তবে এবার হয়ত এক দলে খেলতে দেখা যেতে ফুটবল দুনিয়ার দুই নক্ষত্র লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের সাংবাদিক মার্সেলো পালাসিওস জানিয়েছেন, এবার এক দলে সতীর্থ হয়ে খেলতে পারেন দুই মহাতারকা।এর পিছনে রয়েছেন প্রাক্তন আর্জেন্টাইন তারকা কার্লোস তেভেজ। নিজের বর্ণাঢ্য ফুটবল কেরিয়ার শেষ করতে একটি বিশেষ প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করার কথা ভাবছেন এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। এজন্য তিনি তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ ও আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ক্লাব বোকা জুনিয়র্সের বর্তমান সভাপতি হুয়ান রিকেলমের সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন। বোকা জুনিয়র্স ক্লাবে ৩ দফায় বেশ সফল ছিলেন তেভেজ। আগামী ডিসেম্বরে ম্যাচটি ক্লাবটির ঐতিহাসিক লা বাম্বোনেরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।ফুটবল ইতিহাসে তেভেজ এমন একজন, যিনি ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে মেসি ও রোনাল্ডো , দুজনের সঙ্গেই খেলেছেন। ম্যান ইউতে থাকাকালীন তিনি রোনাল্ডোর সঙ্গে আক্রমণ বিভাগের দায়িত্ব সামলিয়েছেন । এর ফলে তিনি পেয়েছেন প্রিমিয়ার লিগ ও ইউসিএল। আবার মেসির সঙ্গে প্রায় এক দশক জাতীয় দলে খেলেছেন তেভেজ। মেসি ও রোনাল্ডো , এঁরা নিজেরা একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রায় ৩৬ বার মুখোমুখি

হয়েছেন ক্লাব ও দেশ, দুই মিলিয়ে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে দেশের হয়ে ম্যাচ, তেমনই রয়েছে লা লিগা ও ইউসিএল ইত্যাদি। শোনা গিয়েছে, এই ম্যাচের জন্য তেভেজ তাঁর পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে কাছের বন্ধুদের নিয়ে একটি দল তৈরি করা হবে। আর একটি দল হবে তাঁর পেশাদার কেরিয়ারের সতীর্থদের সঙ্গে। সেই জন্য আশা করা হচ্ছে, হয়ত মেসি ও রোনাল্ডো একসঙ্গে খেলতে পারেন।কেরিয়ারে মোট ৫১৭টি ক্লাব পর্যায়ের ম্যাচ খেলেছেন তেভেজ। এর মধ্যে তিন পর্যায়ে বোকা জুনিয়র্স ছাড়াও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ম্যানচেস্টার সিটি, জুভেন্টাস , এর মতো ক্লাবের জার্সি গায়ে ছড়িয়েছেন তেভেজ। আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেছেন ২০০৪-২০১৫ অবধি, এর মধ্যে ৭৬ ম্যাচে ১৩ গোল করেছেন এই আর্জেন্টাইন ফুটবলার। তবে, যদি তাঁর শেষ ম্যাচে এবার যদি মেসি-রোনাল্ডো খেলেন, তা হবে ফুটবলের ইতিহাসে সবথেকে চর্চিত একটি বিষয়।

রুপো জিতেও স্বস্তি নেই

ট্রোলিং-ভুয়ো অ্যাকাউন্টে হেনস্থার শিকার কেয়া

নয়া জামানাসাফল্যের পর প্রশংসাই স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতীয় পাওয়ারলিফটার কেয়া ব্যানার্জীর ভাগ্যে জুটেছে উল্টো অভিজ্ঞতা। ২০২৬ সালের আইপিএফ বিশ্ব সাব-জুনিয়র ক্লাসিক পাওয়ারলিফটিং প্রতিযোগিতায় ৪৭ কেজি বিভাগে ডেডলিফটে ১৪০ কেজি তুলে ভারতের হয়ে রুপো জিতেছিলেন ২১ বছর বয়সী এই অ্যাথলিট। কিন্তু এই কৃতিত্বের পরই তাঁকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় যৌন হেনস্থা, পরিচয় চুরি এবং এআই দিয়ে তৈরি মর্ফড ছবির প্লাবন।সোশ্যাল মিডিয়ায় কেয়া নিজেই জানিয়েছেন, সাফল্যের জন্য পাওয়া সমর্থন ও প্রশংসার পাশাপাশি একজন ভারতীয় মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে তাঁকে বেশ

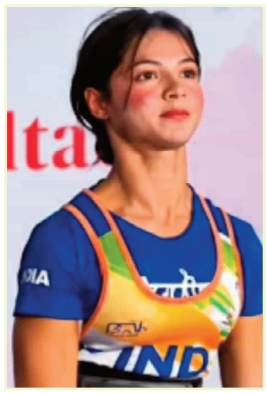

কিছু কুৎসিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাঁর নামে তৈরি হয়েছে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট, চালানো হয়েছে বডিশেমিং, আর সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে এআই দিয়ে তৈরি করা ছবি, যেখানে তাঁর মুখ ও শরীর বিকৃতভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে।কেয়া জানিয়েছেন, তিনি স্বভাবে অন্তর্মুখী এবং সাধারণত নিজের ছবি পোস্ট করেন না। অ্যাকাউন্ট প্রকাশ্য করতেও তিনি রাজি ছিলেন না, কিন্তু নিজের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়েই বাধ্য হয়েছেন এই পদক্ষেপ নিতে। তাঁর সম্মতি ছাড়া ছড়িয়ে পড়া এই কনটেন্টে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বলেও জানিয়েছেন।এই ঘটনা ফের প্রশ্ন তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়ার অন্ধকার দিক নিয়ে;কেন সাফল্যকেও ট্রোলিং, মিম বা কটাক্ষের বিষয় বানানো হয়, আর যাঁরা এই কনটেন্ট তৈরি করেন, তাঁরা কি ভুক্তভোগীর মানসিক অবস্থার কথা কখনও ভাবেন?

৫৫ রানে অলআউট

ভারতের কাছে অতি জঘন্য হারেও আজব যুক্তি পাক দলের

নয়া জামানাঃ মহিলা এশিয়া কাপে ভারতের কাছে চূড়ান্ত লজ্জাজনক হার পাকিস্তানের। শনিবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৮.১ ওভারে ৫৫ রানে গুটিয়ে যায় পাক ইনিংস, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাদের সর্বনিম্ন স্কোর। মুনিবা আলি (১৩) ও শাওয়াল জুলফিকার (১৪) ছাড়া দলের আর কোনও ব্যাটার দুঅঙ্কের রানই করতে পারেননি। জবাবে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত মাত্র ৮.৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে সহজেই জয় তুলে নেয়।এমন একপেশে হারের পরেও নির্লিপ্ত পাকিস্তান মহিলা দলের মেন্টর ওয়াহাব রিয়াজ। তাঁর দাবি, দলের সকলেই দক্ষ, শুধু আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে।

হংকংয়ের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচের আগে ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা করার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, এশিয়া কাপ জয়ের যোগ্য দল এখনও পাকিস্তানই, কারণ পরিস্থিতি তাদের পক্ষে রয়েছে।এই বিপর্যয়ের পর দল গঠন নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। প্রাক্তন অধিনায়ক সানা মির কাঠগড়ায় তুলেছেন বোর্ড কর্তাদের, তাঁর মতে গত বিশ্বকাপের পর একসঙ্গে সাত জন ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তই এই ব্যর্থতার কারণ।

জবাবে ওয়াহাব জানান, ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং পুরনোদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাশিত ফল আসেনি। বাদ পড়া ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সেও ঘাটতি ছিল বলে দাবি তাঁর।

এমিরেটসে হাইভোল্টেজ লন্ডন ডার্বি

মুখোমুখি আর্সেনাল-চেলসি

নয়া জামানা ঃ আজ রবিবার এমিরেটস স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগের গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল ও ছন্দে থাকা চেলসি। দুই দলই মরসুমের প্রথম দুটি ম্যাচে জয় পেয়েছে, ফলে মিকেল আর্তেতার দলের সামনে কঠিন পরীক্ষা নিয়ে হাজির জাবি আলননসোর শিষ্যরা। ভারতীয় সময় রাত ৯টায় শুরু হতে চলা এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচারিত হবে জিওহটস্টার অ্যাপে।চেলসির মাঝমাঠে এনজো ফার্নান্ডেজের অনুপস্থিতি বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলেছে। তার জায়গায় নতুন সই করা মর্গ্যান রজার্স ও কোল পালমারের জুটির উপরই আস্থা রাখছেন আলননসো। অন্যদিকে আর্সেনাল শিবিরে যোগ দিয়েছেন ব্রুনো গিমারেজ, এজরি কোনসা ও ক্রিস্টোস জোলিসের মতো নতুন মুখ।পরিসংখ্যান বলছে, প্রথম দুই ম্যাচে সাতটি গোল করলেও চেলসি পাঁচটি গোল হজম করেছে, যা তাদের রক্ষণের দুর্বলতা স্পষ্ট করে দেয়। এই ফাঁকফোকরকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে থাকবেন আর্সেনালের বুকায়ো সাকা। যদিও চেলসির আক্রমণভাগ যথেষ্ট ধারালো এবং রজার্স-পালমার জুটি প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙতে সক্ষম, তবে বল দখলে না থাকলে তাদের সংগঠনে ফাঁক দেখা যায়-যা কাজে লাগাতে প্রস্তুত ডেকলান রাইস ও মার্টিন ওডেগার্ডের নিয়ন্ত্রিত মাঝমাঠ।চোট-আঘাত নিয়েও দুশ্চিন্তায় দুই শিবির। আর্সেনালে চোটের কারণে নেই উইলিয়াম সালিবা ও জুরিয়েন টিম্বার, ফলে সালিবার জায়গা পূরণে কোনসার উপর ভরসা রাখছেন আর্তেতা। চেলসিতে ময়েসেস কাইসেডোর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

কাউন্টিতে সাই কিশোরের ঘূর্ণির জাদু

৫ উইকেটে জয় গ্লস্টারশায়ারের

নয়া জামানাঃ ভারতের জার্সিতে তিনটির বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি এখনও পর্যন্ত সাই কিশোরের। তাও সেটা বছর তিনেক আগের কথা। তবে আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে নিয়মিত খেলেন এই বাঁহাতি স্পিনার। এবার নতুন পরীক্ষায় নেমেছেন ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে, আর সেখানেই বাজিমাত করলেন তিনি। ৫ উইকেট নিয়ে স্পিনের জাদু দেখালেন সাই কিশোর, আর তাঁর দলও জিতল ২১৩ রানের বিশাল ব্যবধানে।ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে গ্লস্টারশায়ারের হয়ে খেলছেন কিশোর। এই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল ডার্বিশায়ার। প্রথমে ব্যাট করে গ্লস্টারশায়ার তোলে ২৩৭ রান।

জবাবে ডার্বিশায়ার তোলে ২৭৮ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে গ্লস্টারশায়ার ৩৫৯ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয়। জয়ের জন্য ডার্বিশায়ারের দরকার ছিল ৩১৯ রান। আর ঠিক তখনই ম্যাচে প্রবেশ ঘটে সাই কিশোরের। শেষ দিনে ডার্বিশায়ারের ব্যাটিং লাইন আপের কোমর ভেঙে দেন তিনি।কিশোরের নিখুঁত লেংথ ও ড্রিফট প্রতিপক্ষের টপ অর্ডারকে রীতিমতো ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সপ্তম ওভারেই আঘাত হানেন তিনি।ডার্বিশায়ারের ওপেনার হ্যারি কেমকে বোকা বানিয়ে এলবিডব্লু করেন। ঠিক পরের বলেই আরও এক প্রতিপক্ষের উইকেট তুলে নেন। যদিও দুর্ভাগ্যবশত হ্যাটট্রিক করতে পারেননি তিনি। ১১তম ওভারে আরও একটি উইকেট নেন কিশোর, আর ১৫তম ওভারে তুলে নেন আরও দুটি উইকেট। একসময় মাত্র ৬ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়ে ফেলেন এই ভারতীয় স্পিনার।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।